যুগান্তর

4 APR 2009
তারিখ ..... 4 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

আদ্যোপান্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১

সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা বাড়াচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো

মুসতাক আহমদ

গত বছরের ২২ এপ্রিল ধানমণ্ডির রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন' একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। ওই সভায় তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সরকারের পক্ষে দেশের উচ্চশিক্ষা দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসিকে। অনুষ্ঠানটিতে ইউজিসির কর্মকর্তারা এক প্রকার শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েছিলেন। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত না হওয়া, শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য, ভাড়া বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো, কোচিং সেন্টারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না হওয়াসহ নানা বিষয়ে তারা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হন। ওই সভা থেকে শিক্ষার্থীরা দাবি করেছিল, প্রকৃত অর্থে উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন করে শক্ত আইন প্রণয়নের। নতুন এবং একটি কার্যকর আইনের দাবি কেবল শিক্ষার্থীদের নয়, শিক্ষকদেরও। দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থসাউথ, ব্র্যাক, ইস্টওয়েস্ট, স্টামফোর্ড, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা জোর দাবি করেছেন নতুন আইনের। গত বছরের শেষের দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮' জারি করেছিল। কিন্তু তা জাতীয় সংসদে বিল আকারে উত্থাপিত না হওয়ায় আইনি মারপ্যাঁচেই সেটি আইন হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ফলে ২০০৩ সাল থেকে নতুন আইন করার যে উদ্যোগ ও কার্যক্রম শুরু হয়েছে, তা এখনও চলছে। আর নতুন ও কার্যকর আইনের যে দাবি উঠেছিল তা সেভাবেই রয়ে গেল। ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পাসের মাধ্যমে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রার পথ সুগম হয়। বেসরকারি খাতে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে পেশকৃত সংখ্যা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

সংখ্যা : বাড়াচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইউজিসির বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সুষমভাবে সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।' কিন্তু সরকারসহ শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন মহলের দাবি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সুষমভাবে সৃষ্টি করছে না। বরং তাদের অনেকের বিরুদ্ধেই শিক্ষার নামে বাণিজ্যের ঘোরতর অভিযোগ রয়েছে। আর নিম্নমানের শিক্ষাদানের কারণে ২০০৭ সালে প্রকাশিত ইউজিসির ৩২তম রিপোর্টে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করছে।

গত বছরের ওই সভায় 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন'র উত্থাপিত অভিযোগ ছিল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মান নিয়ে সুধী মহলে প্রশ্ন রয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে মাত্র জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের কোনরকম ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই টাকার বিনিময়ে ভর্তি করার অভিযোগ রয়েছে। তারা বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা প্রতিষ্ঠানকে সমাজসেবা এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বললেও ছাত্রছাত্রীদের শোষণ করে থাকে। চাহিদামতো অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে সাদা স্ট্যাম্প বা কাগজে স্বাক্ষর রেখে পরে সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট আটকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ নানা অনৈতিক কাজে বাধ্য করানোর অভিযোগ পর্যন্ত রয়েছে। এমনকি এ ব্যাপারে ইউজিসি থেকে খোঁজখবরের অংশ হিসেবে পত্র পাঠালে (ইউজিসির বিরুদ্ধে) মামলা করার নজির পর্যন্ত রয়েছে। তাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত টাকা কামানোর মেশিনে পরিণত করা হয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, খেলার মাঠ, সুকুমারবৃত্তি চর্চা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার ব্যবস্থা নেই। ৫ ভাগ শিক্ষার্থীকে দরিদ্র ও মেধার বিবেচনায় বিনা বেতনে পড়ানোর নিয়ম, সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ এবং রেজিস্ট্রার হওয়ার নিয়ম অনেকেই মানেন না। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ হল 'পাবলিক মানি'। কিন্তু তা কোথায় যায় আর কোন কাজে ব্যবহৃত হয়, তার স্বচ্ছতা নেই। অনেক স্থানে উপাচার্য আর ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বন্দ্ব জিইয়ে আছে বছরের পর বছর। যে কারণে শিক্ষার্থীদের জীবন হুমকির মুখে। ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এছাড়াও সবচেয়ে বেশি শিক্ষা-অনিয়ম ও দুর্নীতি চলছে তথাকথিত দূরশিক্ষণ আর আউটার ক্যাম্পাসের নামে। ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দূরশিক্ষণ আর ১০টির বিরুদ্ধে আউটার ক্যাম্পাস খোলার অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি অবশ্য সরকারি অনুমতি নিয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে এরা উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্ছে না। বরং এককালীন ক্যাম্পাস কন্ট্রাক্ট বা ভাড়া দেয়ার মতো অভিযোগ উঠেছিল। এ অবস্থায় ২০০৭ সালের জুলাই মাসে ইউজিসি আউটার ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ বন্ধের নির্দেশ দেয়। কিন্তু একটি বিশ্ববিদ্যালয় কেবল আউটার ক্যাম্পাসের কার্যক্রম বন্ধ করেছে। বাকিরা কেউ মামলা করে কিংবা থোরাই কেয়ার করে চালিয়ে যাচ্ছে কার্যক্রম। এছাড়া একজন মাত্র পরীক্ষক দিয়ে খাতা বিচার, অনুমতি ছাড়া কোর্স ও বিভাগ খোলা, পরীক্ষায় নম্বর ও গ্রেডিং প্রদানে সমন্বিত বিধি না মানা, গলাকাটা টিউশন ফি আদায়, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে নীতি না মানা, বেতন-ভাতা নিয়ে প্রশ্নসহ নানা অভিযোগ রয়েছে।

উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যে যোগ হয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডার কিছু খ্যাতিমান বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে শাখা খোলার মাধ্যমে। ওই বছরের জুলাই মাসে সরকার মোট ৫৬ বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু তার ফলোআপ আর হয়নি।

২০০৭ সালের আগস্ট মাসে এবং পরে গত বছরের শেষের দিকে ও চলতি বছরের বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শোকজ করা হয়। এতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমন, অনুমতি ছাড়া কোর্স ও বিভাগ খোলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

চলতি অধিবেশনে উপস্থাপিত ইউজিসির বার্ষিক রিপোর্টে এবং গত বছরের রিপোর্টেও ছাত্রছাত্রীদের এ অভিযোগের স্বীকৃতি মেলে। এবারের রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশে মোট ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সরকার এর আগে ৫টি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু ৩টি আদালতের রায়ে চলছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের সুস্পষ্ট নীতিমালা, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, ভর্তি প্রক্রিয়া মেধাভিত্তিক করা, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা আনা এবং এর আগের বছরের রিপোর্টে স্বল্প পরিসরে অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি না করা, অর্থ নয় মেধা বিচারে শিক্ষার্থী ভর্তি, অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি না করা ইত্যাদি রয়েছে।